ড্রাম বাদক থেকে বেহেলা বাদক

নুসরাত মুমতাজ রূপসী

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী আলপনা মুমতাজের কনিষ্ঠা কন্যা নুসরাত মুমতাজ রূপসী। বড়বোন সোমা মুমতাজও একজন প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী। পারিবারিক ধারায় রূপসীর একজন নৃত্যশিল্পী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। মায়ের প্রতিষ্ঠা করা কথাকলি সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে নৃত্য ও কণ্ঠসঙ্গীতে শিক্ষাও নেন তিনি। কিন্তু বেহালার সুর তাকে তাড়া করে নিয়ে যায় দেশের বাইরে। হয়ে ওঠেন বেহালা বাদক। ফিরে এসে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি এবার রূপসী...

সাপ্তাহিক ২০০০ : কবে গেলেন দেশের বাইরে বেহালা শিখতে?

নুসরাত মুমতাজ রূপসী : এইচএসসি পাস করে প্রথম নোবেল সেন্টিমেন্টস নামক একটি ব্যান্ড গ্রুপে ড্রামবাদক হিসেবে ছিলাম। তারপর ১৯৯৭ সালে গুজরাটের বরোদা শহরের মহারাজা সয়াজি রাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফরমিং আর্টস অনুষদের যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগের বেহালা বাদকে ভর্তি হই। ১৯৯৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক অর্জন করি। ১৯৯৯ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করি। এরপর আমি পিএইচডি করি।

২০০০ : দেশে এসে বেহালা বাদনের অবস্থাটা কেমন দেখলেন?

রূপসী : শুধু বেহালা নয়, আমাদের দেশে পুরো যন্ত্রসঙ্গীতের অবস্থাটাই কিন্তু খুব সুখকর নয়।

২০০০ : এখনকার অবস্থাটাও কী তাই?

রূপসী : বেহালার ক্ষেত্রে আমি বলবো একটা লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রথম যখন দেশে আসি এক-দুইজন ছাত্রছাত্রী ছিল আমার। আর তারা ছিলেন বিত্তশালী পরিবার থেকে আসা। এখন কিন্তু চিত্রটা বদলে গেছে। প্রচুর ছাত্রছাত্রী আমার। শুধু বিত্তশালী নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে বেহালা শেখার আগ্রহ বেড়েছে অনেক। সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত আমার ছাত্রছাত্রী আছে।

২০০০ : আপনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরানাকেই ধরে রাখছেন?

রূপসী : শুধু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নয়, আমি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক সঙ্গীতের বিবর্তন ঘটিয়েছি। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমন্বয় করার চেষ্টা করি। তবে আমার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুরুত্বটা আগে বোঝাই। এখন তারা বোঝে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দখলে থাকলে সব করা যায়।

২০০০ : বেহালার পাশাপাশি অন্যান্য যন্ত্রসঙ্গীতগুলোর বর্তমান চিত্রটা কী?

রূপসী : বেহালা তো আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রতিমাসে এখন দুটো করে মঞ্চ পরিবেশনা হবে সাধারণ মানুষের জন্য। এভাবে অন্যান্য যন্ত্রগুলোও যদি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নেয়া যেত তাহলে সবাই উদ্বুদ্ধ হতো। ক্যাসেট-সিডি কোম্পানিগুলোও আগ্রহী হতো।

২০০০ : অন্যান্য আরো যন্ত্র থাকতে বেহালাতে কেন আগ্রহী হলেন আপনি?

রূপসী : সত্যি কথা যদি বলি তাহলে বলবো, বেহালাকে আমার খুব স্মার্ট একটা যন্ত্র মনে হয়েছিল। এ কারণেই প্রথম আগ্রহী হই।

২০০০ : তারপর কি কখনো মনে হয়েছে সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল?

রূপসী : প্রথম যখন বেহালায় হাত দেই, দেখি বেসুরো বাজে। দু-একবার চেষ্টা করে রেখেদিলাম। প্রায় দু'বছর আমি খুব কষ্ট করে পার করেছি। চর্চা করতেই বিরক্ত লাগতো। আমার অবস্থা দেখে অনেকেই দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দেন। আমিও ভাবতে থাকি সেভাবেই। কিন্তু তৃতীয় বর্ষে আমার গুরু আমাকে বোঝালেন চর্চায় সময় দিতে। আমার বেহালার হাত আছে। প্রচণ্ড উৎসাহে বাকিটা সময় কেটে গেল দ্রুত।

২০০০ : আপনার গুরু কে ছিলেন?

রূপসী : উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্তানি পদ্ধতিতে গায়কী ঢঙে বেহালা বাদন শিক্ষায় আমার গুরু ছিলেন- শ্রী নীলকণ্ঠ নারহার ঘানেকার, শ্রী বিভাস বসন্ত রানাডে এবং শ্রী রমেশ ভাট।

২০০০ : আপনি সেখানে একটি পদকও পেয়েছেন, সেটা কী?

রূপসী : আমার গুরু শ্রী নীলকণ্ঠ নারহার ঘানেকারের শিষ্যত্বে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে একক বেহালা পরিবেশন করে গুজরাট 'কালকে কালাকার' পদক পাই।

২০০০ : আপনার মায়ের গড়া কথাকলি সঙ্গীত বিদ্যালয়ে বেহালা শেখানো হয় না?

রূপসী : কথাকলি আগে সিদ্ধেশ্বরীতে ছিল। এখন এই বিদ্যালয়কে ডিওএইচএস-এ আনা হচ্ছে। এখানে নাচ, গান, তবলা এবং গীটার এই ৪টি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। বেহালা যেহেতু এখনও আমি একা শেখাই, তাই একটু সমস্যা হয়ে যায়। আমার কিছু ছাত্রছাত্রী যখন বেরিয়ে যাবে সার্টিফিকেট নিয়ে, তারা দায়িত্ব নিতে পারবে। তখন বিভাগ খোলাটা সহজ হবে। আমি কথাকলিকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে যেই, যেন কথাকলির সার্টিফিকেট দেখে মানুষ মনে করে অবশ্যই সে কিছু জানে। আমি এটাকে শুধু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত করতে চাই না।

২০০০ : এমন কেউ যদি বেহালা শিখতে চায় যার উৎসাহ আছে কিন্তু সঙ্গতি নেই, তার জন্য কোনো পথ কি খোলা আছে?

রূপসী : তার চেষ্টা এবং উৎসাহকে আমি সম্মান করবো। সেটাই তার বড় যোগ্যতা। শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে এই যোগ্যতাটুকু প্রমাণ করতে হবে।

২০০০ : বেহালা নিয়ে আর কোনো পরিকল্পনা...

রূপসী : বর্তমানটাকে ধরে রেখে আরো এগিয়ে যেতে চাই। সাধারণের আরো কাছে বেহালাকে নিয়ে যেতে চাই।

নতুনভাবে মৃচ্ছকটিক

দীর্ঘ এক বছর বিরতির পর নাগরিক নাট্যাঙ্গন অনসাম্বল আবার মঞ্চে নিয়ে এসেছে মৃচ্ছকটিক। মোহিত চট্টোপাধ্যায় অনূদিত নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন জামালউদ্দিন হোসেন। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রচিত এ নাটকটি বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি অনুবাদসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি নাটকটি মহিলা সমিতি মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয়।

মৃচ্ছকটিক নাটকে সংঘাত, সমস্যা ও তার নিরসন সবই ঘটেছে এক মানবিক জগতে। এ নাটকে অন্যায়, অমঙ্গলের দায়িত্বও তেমনি মানুষই নিয়েছে। কখনো এককভাবে, কখনো বা যৌথভাবে। সামাজিক স্তরে এককভাবে অন্যায় করেছে শকার। প্রতিকার করেছে মুখ্যত চারু দত্ত। নেপথ্যে বসন্তসেনা, মৈত্রেয় বিট ও অন্য কয়েকজন স্থাবরক। রাষ্ট্রীক স্তরে দুষ্কৃতকারীদের পালক ও তার সহচরবৃন্দ। কিন্তু তার প্রতিকার করেছে আর্যক, শঠিলক দর্দুরক প্রমুখ রাষ্ট্র বিপ্লবের দ্বারা। নেপথ্যে সাহায্য করেছে চারু দত্ত, মৈত্রেয়. চন্দন এরা। অর্থাৎ সমাজের সুবিচার করতে অক্ষম। প্রজারা যেখানে অন্যায়কারী রাজার দুঃশাসনে ক্ষুব্ধ। অপদার্থ অত্যাচারী শকারের অপ্রতিহত প্রতাপে যেখানে সৎ দরিদ্র বণিক, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সুন্দরী গণিকা থেকে আধিকরণিক পর্যন্ত সবাই সন্ত্রস্ত; সেখানে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সমবেত উদ্যোগে রাষ্ট্র বিপ্লবের দ্বারা এ অন্যায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করে এবং সৎ ও বীর এক রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। এখানেই মৃচ্ছকটিক সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের নাটক। এবং নানা দিক থেকে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এটি অনন্য।

যদিও নির্দেশক নাটকটি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অতটা কারিশমা দেখাতে পারেননি। যেমনটা পারেননি নাগরিক নাট্যদল অনসাম্বলের নাট্যশিল্পীরাও। 'এ নাটকে যারা অভিনয় করেছেন তারা একেবারেই নতুন'। নির্দেশকের এ কৈফিয়ত মানলেও তিনি এমন একটি নাটক কেন একেবারেই নতুনদের নিয়ে করলেন এটা কিন্তু প্রশ্নের উদ্রেক করে। তবে তিনি যে এমন একটি বিরল প্রজাতির নাটক করার সৎসাহস দেখিয়েছেন এ জন্য তার সাধুবাদ প্রাপ্য। আর এ নাটকে একেবারেই যে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন তারাও ধন্যবাদ পেতে পারেন নিঃসন্দেহে। তবে পুরনো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে এসএম মহসীন এবং নির্দেশক জামাল উদ্দিন হোসেন ভালো করলেও রওশন আরা হোসেন এবং গোলাম সারোয়ার চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পরেননি। এ ছাড়া যারা এ নাটকে অভিনয় করেছেন তারা হলেন- শান্তা, হিমু, মোহন, ফারুক মাহমুদ, চঞ্চল সৈকত, নিশু, রায়হান, বিপুল, সোহেল হায়দার, নাশিদ প্রমুখ। তবে এর মধ্যে নর্তকী চরিত্রে শান্তা এবং বসন্তসেনা চরিত্রে অনন্যা রহমান কিছুটা হলেও চরিত্রের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। নেপথ্য শিল্পীরাও চেষ্টা করেছেন তাদের কাজের কারিশমা দেখাতে। সঙ্গীত পরিকল্পনায় কে,বি, আল আজাদ, আলোক পরিকল্পনায় ঠান্ডু রায়হান, পোশাক পরিকল্পনায় খায়রুজ্জামান মিতু, মঞ্চ পরিকল্পনায় কিরিটী রঞ্জন বিশ্বাস এবং নৃত্য পরিচালনায় বেনজির সালাম তাদের কাজের প্রশংসা পেতে পারেন নিঃসন্দেহে।

নাটক প্রসঙ্গে নির্দেশক জামালউদ্দিন হোসেন বলেন, এ নাটকটি প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রচিত। এ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সে যুগ, তার সমাজ, রাজনীতি, বোধ, বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি অপসৃত। তারপরও নাটকের মূল বক্তব্য এবং অন্তর্নিহিত ভাব আজ প্রাসঙ্গিক বলে এ নাটকটি আমরা পুনর্বার মঞ্চে এনেছি।

মৃচ্ছকটিক নাটক প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন, এ নাটকে বহু বিচিত্র সুর লেগেছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ রাজা থেকে চণ্ডাল, শিশু থেকে বৃদ্ধ, ধনী থেকে নির্ধন, সজ্জন থেকে দুর্জন, নানা ধরনের ভাষা, নানা ধরনের কবিত্ব, নানা ধরনের হাস্যরস ভাঁড়ামি। শেষে সামাজিক ব্যঙ্গ ও ব্যক্তিগত বিদ্রূপ, বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, বহু স্বার্থের সংঘাত, নানা রকমের আনাগোনা। সব মিলে নাটকটি যে শুধু সমাজ ও মানব জীবনের একটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাংশকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছে না নয়, জীবনের নানা আবেগসঞ্জাত উপলব্ধি ও নীতিগত মূল্যবোধের অবতারণা ও বিশ্লেষণ এবং পুনর্মূল্যায়নও করতে পেরেছে। এবং সমস্তই করেছে লোকায়ত স্তরে। অবিশ্বাস্য অতিলৌকিতাকে পরিহার করে। যা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। এখানেই মৃচ্ছকটিক অনন্য।

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত আয়োজনের মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এ সপ্তাহে যেসব ছবি দেখানা হবে-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম
১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	দ্য ম্যান হু লাভ্ড ওম্যান
১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	দ্য পিয়ানো টিচার
১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	মাই ফাদার অ্যান্ড আই
১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	আনকাভারড : হোল ট্রুথ
২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা	অ্যাবাউট দ্য ইরাক ওয়ার
	স্মাইলস্ অব অ্যা সামারনাইট

- **শিল্পকলা একাডেমী :** শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হবে থিয়েটার আর্ট ইউনিটের প্রযোজনায় নাটক 'সময়ের প্রয়োজনে'।
- **বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস :** ধানমন্ডির বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে ২২ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে শিল্পী গুলশান হোসেনের একক প্রদর্শনী। 'আমার আলোর আলো' শিরোনামের এ প্রদর্শনীতে স্থান পাবে শিল্পীর ৬০টির মতো পেইন্টিং। প্রদর্শনী চলবে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর :** ১৫ সেপ্টেম্বর বিকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মঞ্চের আয়োজনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মরণসভা।

এলআরবি'র মনে আছে নাকি নাই

১১ সেপ্টেম্বর ডিজুসের সৌজন্যে 'মনে আছে নাকি নাই?' এলআরবি'র এই নতুন অ্যালবামটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন প্রথম

আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, সঙ্গীত শিল্পী আজম খান, সাফিন আহমেদ, হামিন আহমেদ এবং গ্রামীনফোনের দুই পরিচালক এনকে এ মোবিন ও কাফিল এইচএস মুঈদ। অনুষ্ঠানে আইয়ুব বা"P তার পুরনো ও নতুন বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান গেয়ে শোনান। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে 'মনে আছে নাকি নাই?' অ্যালবামটি সর্বত্র পাওয়া যাবে। তবে ডিজুস এক্সট্রা কার্ড দেখালে মাত্র ৩০ টাকায় পাওয়া যাবে অ্যালবামটি।

শিল্পী মহলানবীশ, রুহুল তাপস
প্রশান্ত অধিকারী